International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-I, July 2019, Page No. 01-06
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019.1-6

নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী-নিসর্গনীতিবাদঃ একটি আলোচনা

প্রণব কির্তুনীয়া
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Man and women are two main pillars of the human society. The development of the society is depends on both man and women. The role of women in development is most intimately related to the goal of comprehensive socio-economic development. If the women of the society are neglected and backward, then the society is back in the end. The development of society is actually possible through the development of both men and women. Today we fell the necessity of empower of women in the society. Empowerment was defined as a process of transformation of power relation by which oppressed persons gain some control over their lives and involved in the matters, which affects them directly. Government and non-government organizations helping women to achieve their own rights and to empower themselves. But they are not empowered yet All efforts .of women empowerment are still failling in the society. In this paperI will try to find out the reasons why women is not being empowered, different obstacles of women empowerment, the way for overcoming the obstacles in the case of women empowerment and the theories and methods, those will help us to make a healthy society and pollution free environment.

Keyword: patriarchy, empowerment, intrinsic value, ecofeminism, deep ecology.

সূচনাঃ মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সভ্য সমাজ। সামাজিক ,রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক ,সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্করণের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে রীতিনীতি উন্নত হয়েছে মানব সভ্যতা। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রাচীন যুগে‘ ঐতরেয় ব্রাহ্মনে ’বলা হয়েছে‘‘ – পুত্র হল সর্বোচ্চ স্বর্গের প্রদীপ এবং কন্যা দুঃখের কারণ। ’’আবার মনুসংহিতায় নারীর ধন সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং নারীকে পুরুষের অধীন করে পুরুষতন্ত্রকে পুষ্ট করা হয়েছে। মনু বলেছেন‘‘– পিতা রক্ষতি কৌমারে ,ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ,রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি’’। অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা ,যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে। অর্থাৎ নারীকে সর্বদাই পুরুষের অধীন রাখা হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নারীর প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ অব্যাহত। নিছক রসিকতা ,অস্বস্তিকর মন্তব্য বা আচরণের মাধ্যমে খেলাচ্ছলে নারীকে বিরক্ত করা—আজকাল ইভটিজিং নামে পরিচিত। ইভটিজিং চলছে সকাল থেকে রাত সবসময় ,সর্বত্র –ট্রেন , বাস ,রাস্তাঘাট ,সরকারি প্রতিষ্ঠান ,বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ,বস্তির গলি থেকে শহরের রাজপথ। ইভটিজিং ছাড়াও রয়েছে যৌননির্যাতনের মত ঘটনা যা আজ সামাজিক ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে। এছাড়াও পণপ্রথাজনিত কারণে গৃহবধূর স্বামী ও শশুরবাড়ীর লোকজনদের দ্বারা নির্যাতন তো আছেই।

সমাজে নারীর ভূমিকা : নারী ও পুরুষ হল সমাজের মুল দুটি স্তম্ভ ,নীতিগতভাবে দুটি স্তম্ভই মুল্যবান। উন্নত সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন সমাজের সব সদ্যসের সার্বিক উন্নয়ন ,কেবলমাত্র পুরুষ-সদস্যের উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠন সম্ভব নয়। অথচ সমাজে নারীকে সচেতনভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে ,ফলে সমাজও পিছিয়ে